কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 12 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

এইচএসসি ও সমমান

কারাগারে দ্বিগুণ পরীক্ষার্থী

শরীফুল আলম সুমন ▷

প্রতিবছরই বিভিন্ন মামলায় হাজতবাসী ব্যক্তিরা কারাগারে বসে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে থাকে। এবারও অনেক হাজতবাসী এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। তবে এ বছর তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আগেরবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। দেশের বিভিন্ন কারাগারে বসে এবার দুই শতাধিক শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এ বছর আটটি সাধারণ বোর্ড, একটি মাদ্রাসা বোর্ড ও একটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ মোট ১০টি বোর্ড থেকে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন শিক্ষার্থী। অবরোধ-হরতালে সন্ত্রাস-নাশকতার অভিযোগে আটকদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষার্থীও রয়েছে। এ কারণেই এবার হাজতি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যবারের তুলনায় অনেক বেশি। পরীক্ষা শুরু হয়েছে ১ এপ্রিল। এ পর্যন্ত তিনটি পরীক্ষা হয়েছে। গত ৬ জানুয়ারি থেকে চলছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের টানা অবরোধ। দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কর্মদিবসে ছিল হরতাল। রাজনৈতিক এই অস্থিরতার মধ্যে গাড়িতে পেট্রলবোমা ছোড়াসহ নানা ধরনের নাশকতা চালানো হয়েছে। এসব নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া বেশির ভাগ শিক্ষার্থী এবার কারাগারে বসে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। এক-চতুর্থাংশেরও বেশি পরীক্ষার্থী মাদ্রাসা বোর্ডের।

২০০ পরীক্ষার্থী, মাদ্রাসা বোর্ডেরই ৬৩ জন

জানতে চাইলে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম ছায়েফ উল্যা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য কারাগারে বসে পরীক্ষায় বসার অনুমতি চাওয়া হয়। শিক্ষার্থীর পরীক্ষাসংক্রান্ত তথ্য ঠিক থাকলে আমরা অনুমতি দিই। তবে সে কোন মামলায় গ্রেপ্তার তা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রতিবছরই কারাগারে বসে বেশ কিছু শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। এবারও দিচ্ছে।'

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এবার ঢাকা বোর্ডের ১৩ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের ৬৩ জন, কারিগরি বোর্ডের ১২ জন, কুমিল্লা বোর্ডের ২৪ জন, সিলেট বোর্ডের ১২ জন, যশোর বোর্ডের ১২ জন এবং অন্য চারটি বোর্ড চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও দিনাজপুর থেকে আরো প্রায় ৭০ জনসহ দুই শতাধিক শিক্ষার্থী কারাগারে বসে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা দিচ্ছে। কুমিল্লা বোর্ডের ২৪ জন পরীক্ষার্থীর বেশির ভাগ ২০ দলীয় জোটের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বা বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের মামলায় গ্রেপ্তার। কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের ১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন মাদ্রাসাশিক্ষার্থী। বাকি দুজন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের সাতজনের বাড়ি লক্ষ্মীপুর, দুজনের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ও তিনজনের ফেনীতে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি রাতে কুমিল্লার দেবীদ্বারের সুলতানপুর ফাজিল মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষার্থী মোজাম্মেল হককে আটক করা হয়। সে কুমিল্লা কারাগারে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। মোজাম্মেলের বাবা মাওলানা আবদুল মান্নান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার ছেলের কাছে কিছুই পায়নি। সে ওই দিন রাতে ঘুমিয়ে ছিল। অন্য কক্ষে ছাত্রশিবিরের বইপত্র পায়। আমার ছেলে কোনো দল করে না। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তার দেখিয়ে তার নামে মামলা দেওয়া হয়। সে কারাগারে বসে আলিম পরীক্ষা দিচ্ছে।'

গত ১০ ফেব্রুয়ারি রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের সাদুল্যাপুর উপজেলার বত্রিশমাইলে একটি ইস্পাতবোঝাই ট্রাকে আগুন দেয় জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা। ওই ঘটনায় ট্রাকের চালক মনির মিয়া বাদী হয়ে সাদুল্যাপুর থানায় মামলা করেন। ওই মামলার সূত্রেই গ্রেপ্তার করা হয় গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট বিএম কলেজের শিক্ষার্থী সুজন মিয়া ও আরিফুলকে। দুজনই স্থানীয় ছাত্রশিবিরের কর্মী। কারিগরি বোর্ড থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তারা।

ধাপেরহাট পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের এসআই জালাল উদ্দিন কালের কণ্ঠকে জানান, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নাশকতার মামলায় সুজন মিয়া ও আরিফুলকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে হাজতে পাঠানো হয়। তারা ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জেলার মো. মাসুদুর রহমান বলেন, 'এবার ১০ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। কারা কর্তৃপক্ষ ও বোর্ডের অনুমতি নিয়েই তারা কারাগারে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে।'

কারাগারে থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে সিলেট বোর্ডের ১২ জন শিক্ষার্থী। তাদের সবাই রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও নাশকতার মামলায় গ্রেপ্তার। সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাসুদ পারভেজ মঈন জানান, 'সিলেট কারাগার থেকে সাতজন এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের মধ্যে সাধারণ বোর্ডের ছাত্র পাঁচজন, মাদ্রাসার একজন এবং একজন মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিচ্ছে। বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তারা সবাই রাজনৈতিক সন্ত্রাস, নাশকতার মামলার আসামি।'

গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২১ জন। কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এর সিনিয়র জেল সুপার জাহাঙ্গীর কবির জানান, 'কারা কর্তৃপক্ষ ও আদালতের যথাযথ অনুমতি নিয়ে এবং সব বিধান মেনে বন্দিরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। আটজন আলিম ও দুজন এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে।' আর কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারে ৯ জন বন্দি এইচএসসি এবং দুজন আলিম পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে জানান জেলার জান্নাতুল ফরহাদ।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৪২ জন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। কারাগারের ডেপুটি জেলার মনির হোসেন জানান, 'পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৩ জন এইচএসসি, ১৮ জন আলিম ও একজন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার্থী।' চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ছগীর মিয়া বলেন, 'আদালতের অনুমতি নিয়ে পরীক্ষার্থীরা কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের দুটি কক্ষে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও কেন্দ্র পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।'

(প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য জুগিয়েছেন কুমিল্লার নিজস্ব প্রতিবেদক আবুল কাশেম হৃদয়, গাইবান্ধা প্রতিনিধি অমিতাভ দাশ হিমুন, সিলেট অফিস ও চট্টগ্রাম অফিস।)